কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৪ JUL 2017

কুমিল্লার ভরাডুবি

ক্লাস ফাঁকি ও ভালো শিক্ষকের অভাব দায়ী!

আবুল কাশেম হৃদয়, কুমিল্লা ▷

১০ বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল এবার কুমিল্লার। অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী নাম লিখিয়েছে অকৃতকার্যের খাতায়। পাসের হার ৪৯.৫২ শতাংশ। এবার অর্ধেকেরও বেশি কমেছে জিপিএ ৫-এর হারও; পেয়েছে মাত্র ৬৭৮ জন শিক্ষার্থী। এই বিপর্যয়ের জন্য ইংরেজিতে খারাপ করাকেই অনেকে দায়ী করছে। ইংরেজিতে ফেল করেছে ৩৭.৯৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। ভালো শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন আসক্তির মতো কিছু কারণও চলে এসেছে সামনে। ফলাফল বিপর্যয়ে গত পাঁচ বছরকেও হার মানিয়েছে কুমিল্লা বোর্ড।

২০১২ সালে এ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭৪.৬০ শতাংশ, জিপিএ ৫ পেয়েছিল দুই হাজার ১৫০ জন। এই হার ছিল যথাক্রমে ২০১৩ সালে ৬১.২৯ শতাংশ ও দুই হাজার ৩৯০ জন, ২০১৪ সালে ৭০.১৪ শতাংশ ও দুই হাজার ৬০০ জন, ২০১৫ সালে ৫৯.৮০ শতাংশ ও এক হাজার ৪৫২ জন এবং ২০১৬ সালে ৬৪.৪৯ শতাংশ ও এক হাজার ৯১২ জন।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

ক্লাস ফাঁকি ও ভালো শিক্ষকের অভাব দায়ী!

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ইংরেজি ও গণিতের ফলাফলই ডুবিয়েছে। গত বছর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ইংরেজিতে পাসের হার ছিল ৮৩.৫৪ শতাংশ, এ বছর কমে দাঁড়িয়েছে ৬২.০৬ শতাংশে। এর সার্বিক প্রভাব সব বিভাগের পাসের হারে পড়েছে। এ ছাড়া গণিতে ২০১৬ সালে পাসের হার ছিল ৪৮.৪২ শতাংশ, এ বছর আরো কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪.৩৩ শতাংশ।

তবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবু তাহের বলেন, 'আমি এটাকে ফল বিপর্যয় বলব না। বলব পাসের হার কমেছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ইংরেজি ও গণিত ভীতি রয়েছে। এ ছাড়া বেশির ভাগ কলেজে ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এ বছর ইংরেজিতে অধিক পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। বিশেষ করে কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলে কলেজগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রকট। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।' তাঁর মতে, অনেক শিক্ষার্থীর ক্লাসমুখী না হওয়াটাও পাসের হার কমার একটা কারণ। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীরা যদি ভালোভাবে ক্লাসে মনোযোগী হয় এবং নিয়মমতো পড়াশোনা করে, আশা করছি এই পাসের হার কমার প্রবণতা কমে যাবে।' এ জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষসহ শিক্ষকদের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি বলেও তিনি মনে করেন।

কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন ভূঁইয়া বলেন, এ বছর নতুন কারিকুলামে ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্র হওয়ার কারণে ইংরেজিতে ফেলের হার অনেক বেশি। অল্প সময়ে শিক্ষার্থীরা নতুন সিলেবাস আয়ত্ত করতে পারেনি। শিক্ষকরাও সার্বিকভাবে পাঠদান করতে পারেননি শিক্ষার্থীদের। এ ছাড়া খাতা মূল্যায়নে কড়াকড়ি প্রদর্শনও ফলাফল বিপর্যয়ের একটি কারণ। মডেল পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়নের জন্য এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে। সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও এবার সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন করেছেন।

ইবনে তাইমিয়ার অধ্যক্ষ মো. শফিকুল আলম হেলাল বলেন, 'বর্তমানে শিক্ষার্থীরা ফেসবুক, টুইটারে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে বেশি। ফলে শ্রেণিকক্ষে তাদের মনোযোগ কম। এ ছাড়া আগে আমরা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভালোমানের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাতে পারতাম। এখন বোর্ডে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ফলে ভালো-খারাপ শিক্ষার্থী একসঙ্গে হয়ে যায়। খারাপদের জন্য ভালো শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্ন হয়। আর এর প্রভাব পড়ে মূল ফলাফলে। এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকের সময় দুই বছরের তুলনায় সিলেবাস অনেক বেশি। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সিলেবাস শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে না। এটাও ফল খারাপের একটা কারণ বলে আমি মনে করি।'

কুমিল্লা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দা বিলকিছ আরা বেগম মনে করেন, সৃজনশীল পদ্ধতি এখনো শিক্ষার্থীরা রপ্ত করে উঠতে পারেনি। এ ছাড়া মডেল পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়নের কারণেও পাসের হার কমেছে। তিনিও শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী না হয়ে কোচিংনির্ভর হয়ে পড়াকে দায়ী করেন। বিলকিছ আরা বলেন, 'শিক্ষার্থীরা যদি ক্লাসে উপস্থিত থাকে এবং বইগুলো ভালো করে অধ্যয়ন করে, তাহলে খারাপ ফল ধীরে ধীরে কমে আসবে।

এদিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে সাদি, নাজমুল আর মাইনুল নামের তিন জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর খোঁজ মিলল। ওরা সবাই বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে। বিপর্যয়ের মধ্যেও ভালো করায় সবাই খুশি। একজন বলে, 'প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলেই ভালোভাবে পাস করা যায়। নিয়মিত ক্লাসও করতে হবে।'

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবু তাহের জানান কলেজের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ বলেন, 'বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ-বাহির এবং অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে মেসেজের মাধ্যমে তাঁদের সন্তানদের অবস্থান অবহিত করা, সব শ্রেণিকক্ষে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের নিয়মিত ইনহাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ফলে আমি আশা করছি, সামনে পাসের হার আরো বাড়বে।'